

ভ্রমণের দিনসংগ: প্রতিদিন

ডে ক্রুজ:

টাইগার ইকো ট্যুরিজম এন্ড টুরস ভ্রমণ পিয়াসিদের জন্য আনন্দের সংবাদ নিয়ে এসেছে। আপনাকে নিয়ে যাবে প্রকৃতির সান্নিধ্যে আদি ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর স্বচ্ছ জলে ভেসে দু পাড়ের প্রাকৃতিক সবুজ গ্রাম এবং নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগের দারুন এক অধ্যায়। সাথে যেতে নিয়ে যাবে ইলিশের রাজ্য চাঁদপুরের মোহনায়। আপনাদের সন্তুষ্টি আমাদের প্রধান লক্ষ্য।



ভ্রমণ বর্ণনা:

সকাল ৮:৩০ টায় উপস্থিত হতে হবে হাতির ঝিলে। সেখান থেকে এ সি বাস যোগে ডেমরা তারাব সুলতানা কামাল সেতু হতে সকাল ৯.৩০ টায় জাহাজ ছেড়ে শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী নদী ও মেঘনা নদী হয়ে আনুমানিক দুপুর ১.৩০ টায় চাঁদ পুর তিন নদীর মোহনা পরিদর্শন শেষে চাঁদপুর ভি,আই,পি টার্মিনালে ১ ঘন্টার যাত্রা বিরতি। ইলিশের রাজ্যে ভ্রমণ শেষে বিকাল ৩.০০ টায় ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়ে নদীর দু পাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে জাহাজ মেঘনা নদী হয়ে ধলেশ্বরী নদী ও শীতলক্ষ্যা নদী হয়ে রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় সুলতানা কামাল সেতুর পাশে জাহাজ নোঙ্গর করে এ সি বাস যোগে আনুমানিক রাত্রি ৯.০০ টায় হাতির ঝিল প্রত্যাবর্তন এবং ভ্রমণ সমাপ্তি।

দর্শনীয় স্থান:

- **চাঁদপুর তিন নদীর মোহনা
- **ইলিশ মাছের বাজার
- **চর পরিদর্শন

ভ্রমণের সময়: সকাল ৮.৩০ হতে রাত ৯.০০ পর্যন্ত।

লাঞ্চ: দুপুর ১.৩০ মিনিট।

ভ্রমণ ফি: ৪,৮০০ টাকা (১০ বছর থেকে তদুর্ধ্ব), ৩,০০০ টাকা (৪ বছর থেকে ১০ বছর)

ভূবিভাজের সময় সূচি:

জল খাবার (৮.০০ টা - থেকে ৯.০০)	জল খাবার (১১.০০)	মধ্যাহ্ন ভোজ (১.৩০-২.৩০)	জল খাবার (৫.০০)	নৈশ ভোজ (৭.৩০-৮.৩০)
লুচি, আলুর দম, ডিম ভাজি, হালুয়া, জুস, চা/কফি।	স্লাইস, কেক, ফল, চা/কফি।	পোলাও, মুরগির রোস্ট, খাসির রেজালা, মীস্বড ভেজিটেবল, সালাদ, টক- মিষ্টি দই।	পাকোড়া, বিস্কুট, চা/কফি, লেমন জুস।	বার বি কিউ পার্টি। (পরোটা, চিকেন বার বি কিউ, ফিস ফিসার, ফ্রাইড রাইস, চাইনিজ ভেজিটেবল, রাইতা, সালাদ, লোকাল সুইটস)

পলিসি:

১. ৫০% অগ্রিম টাকা প্রদান সাপেক্ষে বুকিং কনফার্ম হবে। বাকী ৫০% ভ্রমণের ৭ দিন পূর্বে পরিশোধ করতে হবে। যাত্রার তারিখের ৭ দিনের মধ্যে ভ্রমণ বাতিল করা হবে না।
২. ২ টি ভি, আই, পি কেবিন দেয়া হবে, অতিরিক্ত প্রতি রুম ব্যবহারের জন্য ৩,০০০ টাকা প্রদান করতে হবে।
৩. প্রত্যেক অর্থিত তাদের নাম, মোবাইল, ঠিকানা, বয়স প্রদান করবেন এবং বিদেশি অর্থিতদের তাদের পাসপোর্টের এর ফটো কপি জমা দিতে হবে।
৪. মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর কর্তৃক বৈধ অনুমতির ছাড় পত্র ব্যতিত সকল প্রকার মাদক বহন এবং গ্রহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, অন্যথায় টাইগার ইকো ট্যুরিজম এন্ড টুরস কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার অবৈধ মালামাল বহনের জন্য দায়ী থাকবে না।
৫. কোন আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা যাবে না।
৬. করোনা সংক্রমণ রোধে মাস্ক পরা বাধ্যতা মূলক, সংক্রামণ ব্যাধি সংক্রান্ত সকল আইন মেনে চলতে হবে।
৭. ভ্রমণ কারীদের সুবিধার্থে প্যাকেজ পরিবর্তন করা হয়।
৮. সকল প্রকার টিপস প্যাকেজ মূল্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত নয়।
৯. গ্রুপ ট্যুর ন্যূনতম ৬০ জন।

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- ১। আমাদের জাহাজটি ডে ক্রুজ, ঢাকা-সুন্দরবন, ঢাকা-টাংওয়ার হাওড় সরাসরি ক্রুজ সার্ভিস পরিচালনা করছে, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে নিরাপদ ও স্ট্যাবল জাহাজ।
- ২। জাহাজে নিজস্ব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পানি শোধনাগার রয়েছে যা পরিবেশ বান্ধব। আমরা কোন বর্জ্য নদীতে ফেলি না।
- ৩। জাহাজটি সুন্দরবনে চলাচলের জন্য নির্মিত ক্রুজ লাইনের মধ্যে এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাহাজ।
- ৪। খাওয়া দাওয়া, কনফারেন্স, মুভি দেখার জন্য রয়েছে (২৪০০ বর্গ ফুট) বিশাল হল রুম (বাংলাদেশে একমাত্র)
- ৫। রৌদ্রশান ও বারবিকিউর জন্য ৩৪০০ বর্গফুটের রুফটপ।
- ৬। রুফটপে রয়েছে ওপেন স্কাই জিমনেশিয়াম।
- ৭। ১৫ টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভি আই পি কেবিন সহ সার্বক্ষণিক গরম ও ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা (এটাস্ট হাই কমোড বাথ সহ) ও ২ টি ভি আই পি কেবিন রয়েছে।
- ৮। সরবরাহকৃত সকল পানি (টেপের পানি, শাওয়ার পানি, ক্ল্যাশ ওয়াটার) RO পদ্ধতিতে পরিশোধিত।
- ৯। সম্পূর্ণ জাহাজটি শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত ও স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর ব্যবস্থা।
- ১০। সুস্বাদু খাবার আয়োজনের জন্য রয়েছে অভিজ্ঞ রন্ধনশিল্পী ও খাবার পরিবেশনের জন্য দক্ষ খাদ্য পরিবেশক।
- ১১। অভিজ্ঞ দক্ষ গাইড ও অভিজ্ঞ ক্রু দ্বারা জাহাজ পরিচালনা করা হয়।
- ১২। নামাজের সু ব্যবস্থা রয়েছে।
- ১৩। আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন নেভিগেশন যন্ত্রপাতি জাহাজে বিদ্যমান।
- ১৪। ফুড কর্নার।
- ১৫। কফি বার।

